দৈনিক বাংলা

194

তারিখ ... 12/7/82 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 5 ...

আশীষ

পরীক্ষার পর আশীষ ভেবেছিল সে ফার্স্ট হবে

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের এসএসসিতে ফার্স্ট হওয়া ছেলে ছিপছিপে আশীষ চায়, কাউকেই যেনো মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে না হয়। পড়াশুনা করার ব্যাপক সুযোগ ও পরিবেশ যেনো সবাই পায়।

আলাপের সময় সে অবশ্য বলেছে, আমাদের মতো গরীব দেশে এমন সুযোগ বা পরিবর্তন রাতারাতি আশা করার কোনো মানে নেই। তবু আশীষ মনে করে শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের

(৩-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার পর আশীষ

(১-এর পৃঃ পর)

মানসিকতার পরিবর্তন ও বর্তমান সমাজকাঠামো পাল্টে দিয়ে শিক্ষার সুযোগ ব্যাপকতর করা সম্ভব।

আশীষের সঙ্গে গতকাল কথা হচ্ছিল তাদের উত্তর শাজাহানপুরের বাসায়। আলাপের সময় তার পাশেই বসে ছিলেন তার বাবা ও মা। তার বাবা শ্রী মন্মথনাথ কীর্তনীয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন চাকুরে। তাদের দেশের বাড়ি খুলনার বাগেরহাটে।

আশীষের বাবা জানিয়েছেন, ঢাকা বিভাগের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায়ও সে প্রথম হয়েছিল।

আশীষ পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেছে, ক্লাশে ক্লাবর ফার্স্ট হলেও টেস্টে আমি সেকেন্ড হয়ে যাই। এরপরেই আমি পড়ার সময় আরও বাড়িয়ে দেই।

ছটি বিষয়ে লেটার নিয়ে মোট ৮৩৭ নম্বর পেয়ে ঢাকা বোর্ডের এবারের এসএসসি পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছে আশীষ। রেজাল্ট সম্পর্কে আশীষের প্রতিক্রিয়াঃ খুব খুশী হয়েছি, তবে খুব অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। আশীষ জানিয়েছে পরীক্ষা দেয়ার পর ওর মনে হয়েছিল যে সে ফার্স্ট হতেও পারে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানী হতে আগ্রহী আশীষ স্কুল শিক্ষকদের সহযোগিতা নিয়ে পরীক্ষার এ ফলের জন্যে নিজেই নিজেকে তৈরি করেছে। আশীষ টেস্ট পরীক্ষার আগে ওর স্কুলের মাসেক স্যারের কাছে তিনটি বিষয় পড়তো। তবে তা মাত্র তিন মাসের জন্যে। এছাড়া ওর আর কোন গৃহশিক্ষক ছিল না। আশীষ কোন রুটিন মেনে লেখাপড়া করেনি। তবে প্রতিদিনই লেখাপড়া করেছে। টেস্ট পরীক্ষার পর সে লেখাপড়া করেছে প্রতিদিন গড়ে ১১/১২ ঘন্টা। কিছু ভাল নোট-বই এবং আগের ভাল রেজাল্ট করা ছাত্রদের নোট নিয়ে আশীষ নিজেই পরীক্ষার জন্যে নোট তৈরি করেছে।

মানুষকে সরাসরি সেবা করার সুযোগ পাওয়ার জন্যেই আশীষ ডাক্তারী পড়তে চায়। ডাক্তার হলে শুধু রোগী দেখা নয়, রোগ সম্পর্কে গবেষণার ইচ্ছাও তার আছে।

তার প্রিয় লেখক সমরেশ বসু, সত্যজিৎ রায় ও হুমায়ুন আহমেদ। নিয়মিত টিভি দর্শক আশীষের প্রিয় সিরিজ ছিল পেপার চেস।

আবাহনীভক্ত আশীষের এবারকার বিশ্বকাপ ফুটবলে ফেভারিট টীম ছিল ব্রাজিল। ব্রাজিল হেরে যাওয়ায় ও দুঃখিত ও বিস্মিত হয়েছে। ফাইনালে ওর প্রিয় টীম ইটালী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিশ্বকাপের খেলার ওপর প্রকাশিত লেখার কাটিং আশীষ সংগ্রহে রাখছে।

আশীষরা দু ভাই, এক বোন। ওর বোনও এবারের এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় চারটি লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগে পাস করেছে। বোন শিখারাণী কীর্তনীয়াও ডাক্তারী পড়তে আগ্রহী। ছেলের গৌরবময় কৃতিত্বে বাবার অনুভূতিঃ পিতা হিসেবে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু নেই। মায়ের প্রতিক্রিয়া, ছেলের রেজাল্টে আমি খুবই খুশী। মেয়েটাও ভালো ফল করেছে।

পনেরো বছরের কম বয়সী ও ছিপছিপে গড়নের আশীষের আশা এইচএসসিতেও ফার্স্ট হতে চাই।